14-November-2019

ইমাম মালিকের ইশকে রাসূল رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার

সুন্নাতে ভরা বয়ান

(Bangla)

(For Islamic Sisters)

প্রত্যেক মুবাল্লিগা বয়ান করার পূর্বে কমপক্ষে তিনবার পাঠ করুন

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه

দরূদ শরীফের ফযীলত

প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: مَنْ صَلّٰى عَلَيَّ فِيْ يَوْمٍ اَلْفَ مَرَّةٍ لَمْ يَمُتْ حَتّٰى يَرٰى مَقْعَدَهٗ مِنَ الْجَنَّةِ অর্থাৎ "যে ব্যক্তি আমার প্রতি একদিনে এক হাজারবার (১০০০) দরূদ শরীফ পাঠ করবে, সে ততক্ষণ পর্যন্ত মৃত্যুবরন করবে না, যতক্ষণ সে জান্নাতে তার স্থান দেখে নিবে না।"

(আত তারগীব ওয়াত তারহিব, কিতাবুল যিকির ওয়াদ দোয়া, ২/৩২৬, হাদীস নং-২৫৯০)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি এবং সাওয়াব অর্জনের উদ্দেশ্যে প্রথমে কিছু ভালো ভাল নিয়্যত করে নিই। **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهٖ" মুসলমানের নিয়্যত তার আমল অপেক্ষা উত্তম।

(মু'জামুল কাবীর, সাহাল বিন সা'আদ, ৬/১৮৫, হাদীস: ৫৯৪২)

গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট:

নেক ও জায়িয কাজে যত ভালো নিয়্যত, সাওয়াবও তত বেশি পাওয়া যাবে।

বয়ান শ্রবণ করার নিয়্যত সমূহ

অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে নিয়্যতের মাঝে পরিবর্তন করা যেতে পারে।

✻ দৃষ্টিকে নত রেখে গভীর মনোযোগ সহকারে বয়ান শ্রবণ করবো। ✻ হেলান দিয়ে বসার পরিবর্তে **ইলমে দ্বীনের** সম্মানার্থে যতক্ষণ সম্ভব দু'যানু হয়ে বসবো। ✻ প্রয়োজনে সামনে এগিয়ে অন্য ইসলামী বোনদের জন্য জায়গা প্রসারিত করবো। ✻ ধাক্কা ইত্যাদি লাগলে ধৈর্যধারণ করবো, ধমকানো, ঝগড়া করা বা

বিশৃংখলা করা থেকে বেঁচে থাকবো। ✲ تُوْبُوْا اِلَى الله! ,اُذْكُرُ الله! ,صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ইত্যাদি শুনে সাওয়াব অর্জন এবং আওয়াজ প্রদানকারীনীর মনতুষ্টির জন্য নিম্নস্বরে উত্তর প্রদান করবো। ✲ বয়ানের পর নিজেই আগে এসে সালাম ও মুসাফাহা এবং ইনফিরাদী কৌশিশ করবো। ✲ বয়ানের সময় অযথা মোবাইল ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকবো। ✲ বয়ান রেকর্ড করবো না এবং এমন কোর প্রকার আওয়াজ করবো না যার অনুমতি নেই। ✲ যা কিছু শুনবো, তা শুনে এবং বুঝে এর উপর আমল করবো আর তা পরে অপরের নিকট পৌঁছিয়ে নেকীর দাওয়াতকে প্রসার করবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! اِنْ شَآءَ الله আজকের বয়ানে আমরা “**হযরত ইমাম মালিক** رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ **এর ইশকে রাসূল**” সম্পর্কে কিছু ঈমানোদ্দীপক ঘটনাবলী, এছাড়াও তাঁর ইবাদত, কোরআন তিলাওয়াত এবং ইবাদতের পদ্ধতি সম্পর্কে এবং তাঁর ব্যাপারে ওলামায়ে কিরামের বাণী সমূহও শ্রবণ করবো। আসুন! প্রথমেই তাঁর ইশকে রাসূল সম্পর্কে একটি ঘটনা শুনি এবং ঈমানকে সতেজ করি।

ইমাম মালিক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এবং মসজিদে নববীর আদব

খলিফা আবু জাফর হযরত ইমাম মালিক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর সাথে মসজিদে নববী শরীফে আলোচনা কালে আওয়াজ কিছুটা উচ্চ করলে হযরত ইমাম মালিক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তাকে (নেকীর দাওয়াত দিয়ে) বললেন: হে আমিরুল মুমিনিন! এই মসজিদে আপনার আওয়াজকে উচ্চ করবেন না, কেনন **আল্লাহ পাক** একটি দলকে আদব শিখাতে গিয়ে ইরশাদ করেন:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَرْفَعُوْۤا اَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ

(পারা ২৬, সূরা হুজরাত, আয়াত ২)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: হে ঈমানদারগণ! নিজেদের কণ্ঠস্বরকে উচু করো না ওই অদৃশ্যের সংবাদদাতা (নবী)র কণ্ঠস্বরের উপর।

অপর দলের প্রশংসা করে ইরশাদ করেন:

اِنَّ الَّذِیْنَ یَغُضُّوْنَ اَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ
(পারা ২৬, সূরা হুজরাত, আয়াত ৩)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: নিশ্চয় ওই সমস্ত লোক, যারা আপন কণ্ঠস্বরকে নিচু রাখে **আল্লাহ্**র রাসূলের নিকট,

আর একটি দলকে তিরস্কার করে ইরশাদ করেন:

اِنَّ الَّذِیْنَ یُنَادُوْنَكَ مِنْ وَّرَآءِ الْحُجُرٰتِ
(পারা ২৬, সূরা হুজরাত, আয়াত ৪)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: নিশ্চয় ওই সব লোক, যারা আপনাকে হুজরা সমূহের বাইরে থেকে আহ্বান করে

অতঃপর হযরত ইমাম মালিক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সম্মান এখনও তেমনি রয়েছে, যেমনি তাঁর জাহেরী জীবনে ছিলো। একথা শুনে আবু জাফর চুপ হয়ে গেলো।

রওযায়ে আনওয়ারকে পিঠ করো না

অতঃপর খলিফা আবু জাফর মনসুর হযরত ইমাম মালিক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে জিজ্ঞাসা করলেন: হে আবু আব্দুল্লাহ! আমি কি কিবলার দিকে মুখ করে দোয়া করবো, না কি **রাসূলুল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দিকে মুখ করে? বললেন: তুমি কেনো **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছো অথচ **হুযুরে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তোমার এবং তোমার পিতা হযরত আদম عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام এর কিয়ামতের দিন **আল্লাহ পাকে**র দরবারে ওসীলা স্বরূপ, বরং তুমি **নবীয়ে পাক** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দিকেই মুখ করে **তাঁর** থেকে শাফায়াতের ভিক্ষা করো, অতঃপর **আল্লাহ পাক** আপন **প্রিয় হাবীব** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শাফায়াত কবুল করবেন। (আশ শিফা, ২য় খন্ড, ৪১ পৃষ্ঠা)(আশিকানে রাসূলের ১৩০টি ঘটনা, ৩১ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আপনারা শুনলেন যে, কোটি কোটি মালেকীদের মহান পথপ্রদর্শক হযরত ইমাম মালিক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কিরূপ মহান আশিকে রাসূল ছিলেন, তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ নিজের জন্য তো সব কিছু সহ্য করে নিতেন, কিন্তু যদি কোন ব্যক্তিকে **রাসূলে আকরাম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মসজিদে শরীফে আওয়াজকে উচ্চ করে বেআদবী করতে দেখে তবে তাঁর ঈমানী চেতনায় জোশ এসে যায়, তিনি

رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ সেই অযৌক্তিক আচরনে চুপ থাকতে পারেন না এবং সাথেসাথেই তাকে নেকীর দাওয়াত দিয়ে **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারের আদব স্মরণ করিয়ে দেন যে, এটি ঐ সম্মানিত স্থান, যার আদব করা আমাদেরকে **প্রিয় আল্লাহ তাঁর** পবিত্র বাণী কোরআনে করীমে বর্ণনা করেছেন। এই ঘটনায় যেমনিভাবে হযরত ইমাম মালিক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর ইশকে রাসূল সম্পর্কে জানা যায়, তেমনিভাবে এই বিষয়টিও জানা যায় যে, হযরত ইমাম মালিক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ নেকীর দাওয়াত প্রদানের কোন সুযোগ হাত ছাড়া হতে দিতেন না, কিন্তু আফসোস! বর্তমানে নেকীর দাওয়াতের প্রেরণা কমে যাচ্ছে। আমরা কিরূপ মুসলমান যে, আমাদের নিজেদের ঘরে মন্দ কাজ হচ্ছে, কিন্তু আমরা বাঁধা প্রদান করার সামর্থ্য থাকা স্বত্বেও ব্যস নিজেদের সংশোধনেই লিপ্ত থাকি এবং তাদরে নেকীর দাওয়াত দিই না, নেকীর দাওয়াত দেয়াতে যেহেতু সাওয়াব অনেক বেশি, তাই শয়তান কুমন্ত্রণা দিয়ে নেকীর এই মহান কাজ থেকে বঞ্চিত করার চেষ্টা করে থাকে, অথচ ইসলামী বোনদেরকে বুঝানো উপকৃত করে, জি হ্যাঁ! ২৭তম পারার সূরা যারিয়াতের ৫৫নং আয়াতে **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেন:

وَّ ذَكِّرْ فَاِنَّ الذِّكْرٰى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿۵۵﴾

(পারা ২৭, সূরা যারিয়াত, আয়াত ৫৫)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: এবং বুঝান, যেহেতু বুঝানো মুসলমানদেরকে উপকার দেয়।

অনুরূপভাবে হাদীসে মুবারাকায়ও অসংখ্য স্থানে নেকীর দাওয়াত দেয়া এবং মন্দ থেকে বাঁধা প্রদান করার উৎসাহ বিদ্যমান রয়েছে।

রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: তোমাদের মধ্যে যখন কেউ কোন মন্দকে দেখলো, তবে তার উচিত যে, নিজের কথা দিয়ে বাঁধা দেয়া এবং যে নিজের কথা দিয়ে বাঁধা দেয়ারও ক্ষমতা রাখবে না, তার উচিৎ যে, নিজের অন্তরে মন্দ জানা এবং এটা দূর্বলতর ঈমানের নিদর্শন। **(মুসলিম, কিতাবুল ঈমান, ৪৮ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-১৭৭)**

আমরা কি অন্তরে মন্দ জানি?

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আমাদের নিজেকে প্রশ্ন করা উচিৎ যে, কাউকে গুনাহ করতে দেখে হাত বা কথা দ্বারা বাঁধা প্রদানে অসামর্থ্য হওয়া অবস্থায় আমরা কি অন্তরে মন্দ জানি? শতকোটি আফসোস! সন্তান স্কুল কামাই করলো তবে

অবশ্যই তা অপছন্দ হবে কিন্তু পরিবারের সদস্যরা পাঁচ ওয়াক্ত নামায কাযা করছে তখন কপালে চিন্তার ভাঁজ পর্যন্তও আসে না, তাঁদের বুঝানোর চেষ্টাও করা হয়না। একটু ভাবুন তো! মিউজিক বাজছে, নিশ্চয় বাঁধা দেয়ার সামর্থ্য নেই কিন্তু তা কি আমাদের অন্তরে আঘাত করে? আমরা কি একে মন্দ অনুভব করি? সম্ভবত না, এই জন্য যে, স্বয়ং নিজের মোবাইলেও তো مَعَاذَ الله মিউজিক্যাল টোন" বিদ্যমান! অমুক ইসলামী বোন মিথ্যা বললো, আমারে কি অপছন্দ হয়? জি না, কেন? এই কারণে যে, স্বয়ং নিজের মুখেও مَعَاذَ الله মিথ্যা বের হয়ে যায়। এই উদাহরণ গুলো শুধুমাত্র আঘাত করার জন্যই, অন্যথায় অনেক ইসলামী বোনের অবস্থা এমন যে, নিজেদের ফোনে মিউজিক্যাল টোন নাই। গালি দেয়া এবং মিথ্যা বলার অভ্যাস নেই, তারপরও "অন্তরে মন্দ জানার" মানসিকতা নেই। যদি **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টির জন্য সত্যিকার অর্থে মন্দকে অন্তর থেকে মন্দ জানার মানসিকতা হয়ে যায়, অন্তর জ্বালার অভ্যাস হয়ে যায়, তখন অপর ইসলামী বোনকে বুঝানোও শুরু করে দিবো, এভাবেই চারিদিকে সুন্নাতের বসন্ত এসে যাবে এবং **"নেকীর দাওয়াত"** এর সাড়া পড়ে যাবে। **আল্লাহ পাক** আমাদের অবস্থার প্রতি দয়া করুন এবং আমাদের প্রশান্তময় জ্ঞান দান করুন, যাতে আমরাও অধিহারে নেকীর দাওয়াত এবং **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সুন্নাতের সাড়া জাগানোকারী হয়ে যাই।

বর্ণনাকৃত ঘটনা থেকে জানা গেলো যে, আলিমে মদীনা হযরত ইমাম মালিক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ **রাসূলের রওযার** দিকে মুখ করে দোয়া করাকে শুধু জায়িয মনে করতেন না বরং এর প্রতি জোড়ও প্রদান করতেন। যেহেতু তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ মদীনার আলিমও ছিলেন, সুতরাং যদি **রাসূলের রওযার** দিকে মুখ করে দোয়া করা নাজায়িয বা শিরিক হতো তবে তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ অবশ্যই এই কাজ করতে বাঁধা দিতেন এবং কখনোই এর অনুমতি দিতেন না। তাঁর প্রেম যেনো এটাই বলছিলো যে, কাবার গুরুত্ব ও মহত্ব অস্বীকার করছি না, কিন্তু মনে রাখবেন! জগতে যারই যা কিছু অর্জিত হয়েছে বরং অর্জিত হচ্ছে ও হবে, তা সবই **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সদকাতেই অর্জিত হচ্ছে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আসুন! এবার আলিমে মদীনা হযরত ইমাম মালিক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর সংক্ষিপ্ত আলোচনা শ্রবণ করি।

হযরত ইমাম মালিকের জন্ম ও বংশ পরিক্রমা

হযরত ইমাম মালিক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর সৌভাগ্যময় জন্ম বিশুদ্ধ তথ্য অনুযায়ী (রবিউল আউয়াল মাসে) ৯৩ হিজরীতে মদীনা মুনাওয়ারায় হয়েছে। (তাযকিরাতুল হিফায, ১ম অংশ, ১/১৫৭) তাঁর নাম মালিক এবং উপনাম আবু আব্দুল্লাহ। তাঁর বংশ পরিক্রমা হলো: মালিক বিন আনাস বিন মালিক বিন আবু আমের। তারঁ প্রপিতামহ (Great grandfather) আবু আমের "ইয়েমেন" থেকে মদীনা মুনাওয়ারা স্থান্তারিত হয়ে ইসলামের নেয়ামত দ্বারা ধন্য হন এবং সাহাবী হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেন। (তারতীবে মাদারিক, ১/৪৭) হাদীসে পাকের প্রসিদ্ধ কিতাব "মুয়াত্তা ইয়া মালিক" হযরত ইমাম মালিক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর সুপ্রসিদ্ধ রচনা। (তারতীবে মাদারিক, ১/১০০,১০১) হযরত ইমাম মালিক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর ওফাত মদীনা মুনাওয়ারায় ১৭৯ হিজরী রবিউল আউয়াল মাসেই হয়। জান্নাতুল বাক্বীতে **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শাহজাদা হযরত ইব্রাহিম رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর পাশেই তাঁকে দাফন করা হয়।

(তাযাকিরাতুল হুফফায, ১/১৫৭। ওয়াফিয়াতিল আ'ইয়ান, ৪/৫)

আলিমে মদীনার رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ আকৃতি মুবারক

হযরত ইমাম মালিক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ দীর্ঘদেহী, সুসাস্থ্যবান, ফর্সা ছিলেন। মাথা এবং দাড়ির চুল ছিলো সাদা, খুবই উন্নতমানের পোষাক পরিধান করতেন। তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ আদন শহরের তৈরীকৃত খুবই উন্নত ও দামী কাপড় পরিধান করতেন। এছাড়াও খোরাসান (ইরান) এবং মিশরের উন্নতমানের কাপড়ও পরিধান করতেন। তাঁর পোষাক অধিকাংশ সাদা হতো এবং তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ আতরও লাগাতেন।

(বুস্তানুল মুহাদ্দীসিন, ১৩ পৃষ্ঠা)

আলিমে মদীনার رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ উপাধী সমূহ

তাঁকে ইমামুল আয়িম্মা (ইমামদের ইমাম), আলিমে মদীনা এবং ইমামে দারূল হিজরাতি উপাধী দ্বারাও স্মরণ করা হয়।

আলিমে মদীনার رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ওস্তাদদের সংখ্যা

আল্লামা যুকানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: হযরত ইমাম মালিক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ৯০০ থেকেও বেশি ওলামায়ে কিরামের নিকট থেকে ইলম অর্জন করেন।

(শরহে যুরকানী আলাল মুয়াত্তা, ১/৩৫)

শিক্ষা ও পাঠদান এবং ফতোয়া প্রদান

হযরত ইমাম মালিক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ সতের বছর বয়সে ইলমে দ্বীনের পাঠদান শুরু করেন। তাঁর ওস্তাদরাও তাঁর নিকট মাসআলা সমাধানের জন্য আসতেন। তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ প্রায় সত্তর (৭০) বছর পর্যন্ত ফতোয়া লিখেন এবং মানুষকে ইলমে দ্বীন শিখাতে থাকেন। প্রসিদ্ধ ও পরিচিত তাবেঈনে কিরামগণ رِضْوَانُ اللهُ عَنْهُمْ اَجْمَعِين তাঁর নিকট থেকে ফিকাহ ও হাদীসের জ্ঞান অর্জন করেন। **(সীরাতু আ'লামুন নিবালা, ৭/২৮৭)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আলিমে মদীনা হযরত ইমাম মালিক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ হলেন সেই মহান মুহাদ্দীস ও ফকীহ, যিনি মুহাদ্দীসিন ও ফুকহায়ে কিরামদের رَحِمَهُمُ اللهُ عَلَيْهِمْ اَجْمَعِيْن মধ্যে একটি বিশেষ মর্যাদা অর্জন করেন। আসুন! তাঁর সম্মান ও প্রশংসায় **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দু'টি বাণী শ্রবণ করি:

ইমাম মালিক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর শানে দু'টি বর্ণনা

(১) ইরশাদ হচ্ছে: ইলম শেষ হয়ে যাবে তবে আলিমে মদীনার চেয়ে বেশি ইলম ওয়ালা (জ্ঞানী) অবশিষ্ট থাকবে না।

(তিরমিযী, আবওয়াবুল ইলম, বাবু মা'জাআ ফি আলিমিল মদীনাতি, ১/৩১১, হাদীস নং-২৬৮৯)

(২) ইরশাদ হচ্ছে: অতিশীঘ্রই লোকেরা (ইলমের জন্য) সফর করবে, তখন আলিমে মদীনা থেকে বেশি ইলম ওয়ালা (জ্ঞানী) কাউকে পাওয়া যাবে না।

(মুস্তাদরিক, কিতাবুল ইলম, ১/২৮০, হাদীস নং-৩১৪)

হযরত ইবনে উয়াইনা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: মুহাদ্দীসিনে কিরাম رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام এর নিকট "আলিমে মদীনা" দ্বারা হযরত ইমাম মালিক বিন আনাস رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ই উদ্দেশ্য। **(আত তামহিদ বিন আব্দুল বির, যায়িদ বিন রিবাহ, ২/৬৭৪, ১২২নং হাদীসের পাদটিকা)** হযরত আব্দুর রাজ্জাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আমাদের মত হলো যে, হযরত ইমাম মালিক বিন আনাস

رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ছাড়া আর কেউ **"আলিমে মদীনা"** নামে প্রসিদ্ধ হননি। যত লোকেরা ইলম অর্জনের জন্য তাঁর নিকট সফর করে এসেছে তত আর কারো নিকট যায়নি।

(তিরমিযী, আবওয়াবুল ইলম, বাবু মা'জাআ ফি আলিমিল মদীনা, ৪/৩১১)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! এটা একটি প্রাকৃতিক বিষয় যে, যার প্রতি প্রেম হয়ে যায়, তার সাথে সম্পর্কযুক্ত সকল জিনিষের সাথেও প্রেম হয়ে যায়। প্রেমিকের ঘরের প্রতি, এর আশপাশ এমনকি প্রেমিকের অলিগলির প্রতিও ভক্তি হয়ে যায়। اَلْحَمْدُ لِلّٰه হযরত ইমাম মালিক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ **আল্লাহ পাক** এবং **রাসূলে করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ভালবাসায় মত্ত হয়ে গিয়েছিলেন, তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ শুধু একজন সত্যিকার আশিকে রাসূল ছিলেন না বরং ইশকে রাসূল তাঁর শিরায় শিরায় ছড়িয়ে পরেছিলো। **নবীয়ে করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাথে সম্পৃক্ততার কারণে তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ **রাসূলে পাকের** আলোকময় বাণী, মদীনা শহর এবং খাঁকে মদীনার প্রতি খুবই ভক্ত ছিলেন বরং এর খুবই সম্মান ও আদব করতেন। আসুন! উৎসাহ গ্রহনার্থে কয়েকটি ঈমানোদ্দীপক ঘটনা শ্রবন করি।

হাদীসে পাকের দরস দেয়ার ধরণ

হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মালেক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ (১৭ বৎসর বয়স থেকে হাদীসের দরস দেওয়া শুরু করেন) যখন পবিত্র শরীফ শোনানোর ইচ্ছা করতেন (তখন গোসল করে নিতেন), চৌকি (আসন) পাতানো হতো এবং তিনি উত্তম পোশাক পরিধান করে সুগন্ধি লাগিয়ে খুবই বিনয় সহকারে নিজের হুজরা শরীফ থেকে বের হয়ে এসে তাতে আদব সহকারে বসতেন। (হাদীসের দরস দানকালে তিনি কখনো পার্শ্ব পরিবর্তন করতেন না) আর যতক্ষণ পর্যন্ত সেই বৈঠকে হাদীস সমূহ পাঠ করা হতো ওখানে ততক্ষণ পর্যন্ত লোবান ও আগর বাতি জ্বালিয়ে রাখতেন।"

(বুস্তানুল মুহাদ্দিসীন, ১৯-২০ পৃষ্ঠা)

বিচ্ছু ১৬ বার দংশন করার পরও হাদীসের দরস অব্যাহত রাখেন

হযরত সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ্ ইবনে মোবারক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: "হযরত সায়্যিদুনা আবু আবদুল্লাহ্ ইমাম মালেক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ হাদীসের দরস দিচ্ছিলেন,

এমতাবস্থায় বিচ্ছু তাঁকে ১৬বার দংশন করে। প্রচণ্ড ব্যথায় তাঁর চেহারা মোবারক হলুদ বর্ণ হয়ে গিয়েছিলো (অর্থাৎ হলদে বর্ণ ধারণ করেছিলো), কিন্তু হাদীসের দরস অব্যাহত রেখেছিলেন (এবং পার্শ্ব পর্যন্ত পরিবর্তন করেননি)। যখন দরস শেষ হলো এবং সবাই চলে গেলো তখন আমি আরয করলাম: 'হে আবু আবদুল্লাহ্! আজ আমি আপনার মাঝে একটি আশ্চর্য বিষয় লক্ষ্য করেছি!' তিনি বললেন: 'হ্যাঁ! কিন্তু আমি রাসূলের হাদীসের প্রতি সম্মানের কারণে ধৈর্যধারণ করেছি।' (আশ শিফা, ২য় খন্ড, ৪৬ পৃষ্ঠা)

চেহারার রং পরিবর্তন হয়ে যেতো

হযরত সায়্যিদুনা মুসআব বিন আবদুল্লাহ্ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: "হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মালেক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর ইশ্কে রাসূল এমন ছিলো যে, তাঁর সামনে যখন **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আলোচনা হতো, তখন তাঁর চেহারার রং পরিবর্তন হয়ে যেতো আর তিনি নিজে **যিকিরে-মুস্তফা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সম্মানে খুবই ঝুঁকে যেতেন। একদিন এ ব্যাপারে তাঁর নিকট জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন: 'যদি তোমরা তা দেখতে, যা আমি দেখি, তবে তোমরা আমার প্রতি অভিযোগ করতে না'।" (আশিকানে রাসূলের ১৩০টি ঘটনাবলী, ২৬ পৃষ্ঠা) আমি ক্বারীদের সর্দার হযরত মুহাম্মদ বিন মুনকাদির رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ থেকে যখন কোন হাদীস জিজ্ঞাসা করতাম তখন তিনি হাদীসের মহত্ব এবং রাসূলের স্মরণে কান্না করে দিতেন, এমনকি আমার তাঁর প্রতি দয়া হতে থাকতো। (আশ শিফা, ২য় খন্ড, ৪১-৪২ পৃষ্ঠা) আহ! আমাদেরও যদি ইশকে রাসূল এবং নবীর স্মরণে কান্না নসীব হয়ে যেতো।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

ইমাম মালিক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এবং খাঁকে মদীনার সম্মান

হযরত সায়্যিদুনা ইমাম শাফেয়ী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: "আমি মদীনা শরীফে زَادَهَا اللهُ شَرَفًا وَّتَعْظِيْمًا হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মালেক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর দরজায় খোরাসান কিংবা মিসরের ঘোড়া বাঁধা অবস্থায় দেখলাম, যা তাঁকে উপহার স্বরূপ দেওয়া হয়েছিলো। এত উন্নত জাতের ঘোড়া এর আগে আমি কখনো দেখিনি। আমি বললাম: 'ঘোড়াগুলো কতই যে উন্নত মানের।' তিনি বললেন: 'এগুলো সব আমি

আপনাকে উপহার দিলাম।' আমি বললাম: 'একটি ঘোড়া তো আপনার জন্য রেখে দিন।' তিনি বললেন: **'আল্লাহ পাকের** প্রতি আমার লজ্জা অনুভব হয় যে, এই বরকতময় পবিত্র জমিনকে আমার ঘোড়ার ক্ষুর দ্বারা পদদলিত করতে, যে জমিনে **তাঁরই প্রিয় রাসূল, মা আমেনার বাগানের সুবাসিত ফুল, রাসূলে মাকবুল, হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বিদ্যমান রয়েছেন।' অর্থাৎ **তাঁর** রওযা মোবারক এখানেই বিদ্যমান।" **(ইহইয়াউল উলুম, ১ম খন্ড, ৪৮ পৃষ্ঠা)**

প্রাকৃতিক প্রয়োজন সারতে হেরমের বাইরে চলে যেতেন

হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মালেক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ মদীনা শরীফের মাটিকে সম্মানের কারণে কখনো মদীনা শরীফে প্রাকৃতিক প্রয়োজন সারেননি। এই কাজের জন্য তিনি সর্বদা মদীনার হেরেমের বাইরে চলে যেতেন। অবশ্য অসুস্থ অবস্থায় অপারগতার কথা ভিন্ন। **(বুস্তানুল মুহাদ্দিসীন, ১৯ পৃষ্ঠা)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! মনে রাখবেন! যেমনিভাবে আলিমে মদীনা ইমাম মালিক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ইশকে রাসূলের অশেষ সম্পদ দ্বারা ধন্য ছিলেন, যেমনিভাবে আলিমে মদীনা একজন সত্যিকার আশিকে রাসূল ছিলেন, যেমনিভাবে আলিমে মদীনার অন্তর মুস্তফার শহরের ভালবাসায় পরিপূর্ণ ছিলো, যেমনিভাবে আলিমে মদীনা রাসূলের সাথে সম্পর্কযুক্ত বস্তুর গুরুত্ব ও ফযীলতের ব্যাপারে পুরোপুরি অবহিত ছিলেন, যেমনিভাবে আলিমে মদীনা হাদীসে রাসূলের মনোরমভাবে আদব ও সম্মান করতেন, যেমনিভাবে আলিমে মদীনা হাদীসে রাসূলের খেদমতের বদৌলত সর্বসাধারনের মাঝে পরিচিত ও প্রসিদ্ধ ছিলেন, তেমনিভাবে আলিমে মদীনার মুবারক চরিত্রের একটি দিক এটাও যে, তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ইবাদত ও রিয়াযত এবং কোরআনের তিলাওয়াতেরও প্রেমিক ছিলেন। আসুন! ওলামায়ে কিরামের মুখে তাঁর ইবাদত ও রিয়াযত এবং কোরআনের তিলাওয়াতের প্রতি ভালবাসার কয়েকটি ঘটনা শ্রবণ করি এবং ইবাদত ও রিয়াযতের জন্য প্রস্তুত হয়ে যাই। **আল্লাহ পাক** হযরত ইমাম মালিক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর সদকায় আমাদেরকে সিজদার স্বাদ দ্বারা ধন্য এবং কোরআন তিলাওয়াতের আগ্রহ নসীব করুন। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

ইমাম মালিক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর ইবাদত ও রিয়াযত সম্পর্কে উক্তি সমূহ

✲ হযরত আল্লামা কাযী আয়ায মালেকী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ লিখেন: হযরত যুবাইর বিন হাবীব رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: যখনই কোন (ইসলামী) মাসের আগমন হতো, তখন ইমাম মালিক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ সেই মাসের প্রথম রাতে সারারাত জাগ্রত থেকে ইবাদত করতেন। (তিনি আরো বলেন:) আমার মনে হয় তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই ইবাদত মাসকে স্বাগত জানানোর জন্য করতেন। ✲ হযরত ইমাম মালিক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর শাহাজাদী ফাতিমা বিনতে মালিক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهَا বলেন: হযরত ইমাম মালিক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ প্রতি রাতে তাঁর ওযীফা পূর্ণ করতেন এবং যখন জুমার রাত আসতো তখন পুরো রাত **আল্লাহ পাকের** ইবাদতে লিপ্ত থাকতেন। ✲ হযরত মুগীরা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বর্ণনা করেন: একবার রাতে মানুষ ঘুমিয়ে পরার পর আমি হযরত ইমাম মালিক বিন আনাস رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর পাশ দিয়ে অতিক্রম করি, আমি দেখলাম যে, তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ দাঁড়িয়ে নামাযে লিপ্ত রয়েছে, যখন তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ সূরা ফাতিহা পাঠ করে নিলেন তখন সূরা তাকাসুর শুরু করলেন, তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ যখন এই আয়াতে পৌঁছেন:

ثُمَّ لَتُسْـَٔلُنَّ يَوْمَىِٕذٍ عَنِ النَّعِيْمِ ﴿۸﴾

(পারা ৩০, সূরা তাকাসুর, আয়াত ৮)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: অতঃপর নিশ্চয় নিশ্চয় সেদিন তোমাদেরকে নি'মাতসমূহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে।

তখন অনেক্ষণ পর্যন্ত কান্না করতে থাকেন। আমি তাঁর তিলাওয়াত শুনাতে মগ্ন হয়ে গেলাম এবং সেখানেই দাঁড়িয়ে রইলাম, তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই আয়াতকেই বারবার পাঠ করতে থাকেন আর কান্না করতে থাকেন, এমনকি সকাল হতে লাগলো, অতঃপর তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ রুকু করলেন। আমি নিজের বাড়ির দিকে চলে গেলাম, আমি অযু করে মসজিদে উপস্থিত হলাম, তখন দেখলাম যে, মসজিদে ইলমে দ্বীনের বৈঠক চলছে, লোকেরা তাঁর আশেপাশে গোল করে বসে আছে এবং তাঁর চেহারা মুবারকে সুন্দর নূর চমকাচ্ছে। ✲ মুহাম্মদ বিন খালিদ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: যখনই আমি হযরত ইমাম মালিক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর চেহারার দিকে তাকাতাম তখন তাঁর চেহারায় আমি আখিরাতের (প্রতি ভীতদের) নিদর্শন দেখতাম। যখন তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কথা বলতেন তখন আমি জেনে যেতাম যে, তাঁর মুখ দিয়ে সত্য বের হচ্ছে। ✲ হযরত আবু মুসয়াব رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মালিক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ

রাতের একটি অংশে দীর্ঘ রুকু ও সিজদা করতেন, যখন তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ নামাযে দাঁড়াতেন তখন এরূপ লাগতো যেনো কোন শুকনো কাঠ। যখন তাঁকে চাবুক মারার শাস্তি দেয়া হলো তখন তাঁকে বলা হলো: সংক্ষিপ্ত ভাবে নামায পড়ে নিন, বললেন: বান্দার উচিৎ যে, সে **আল্লাহ পাকে**র জন্য যাই আমল করবে, যেনো ভালভাবে করে। (২৯ পারার সূরা মূলকের ২ নং আয়াতে) **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেন:

لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا ؕ

(পারা ২৯, সূরা মুলক, আয়াত ২)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: যাতে তোমাদের পরীক্ষা হয়ে যায়- তোমাদের মধ্যে কার কর্ম অধিক উত্তম।

হযরত ইবনে ওয়াহাব رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বর্ণনা করেন: আমি হযরত ইমাম মালিক বিন আনাস رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর বেশি খোদাভীরু এবং পরহেযগার দেখিনি। ✲ ইবনে কাসিম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আমাকে হযরত ইমাম মালিক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর খাদিম বলেছেন যে, হযরত ইমাম মালিক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ৪০ বছর যাবৎ প্রায় ইশার অযু দিয়ে ফজরের নামায আদায় করেন। ✲ ইবনে ওয়াহাব رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: হযরত ইমাম মালিক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ দিন এবং রাতে নফল ইবাদত প্রায় একা একা করতেন যাতে কেউ না দেখে। (তাকরিবিল মাদারিক ওয়াত তাকরিবিল মাসালিক, ১/৯২) ✲ আল্লামা শুয়াইব হারিফিশ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: হযরত ইমাম মালিক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ সেহেরীর সময় অধিকহারে নামায, **আল্লাহ**র যিকির এবং অযীফা পাঠ করতেন, অতঃপর দরস ও পাঠদানে লিপ্ত হয়ে যেতেন। (হিকায়াতেঁ অউর নসীহতেঁ, ৪২১ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আপনারা শুনলেন যে, হযরত ইমাম মালিক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কতবড় ইবাদত পরায়ণ ছিলেন, যিনি রাতদিন কোরআন তিলাওয়াত ও নফল ইবাদতে লিপ্ত থাকতেন, তাঁর ইবাদতের পদ্ধতিও খুবই অনন্য ছিলো যে, নফল ইবাদত সর্বদা একা করতেন যাতে লোকেরা তাঁকে ইবাদত পরায়ন মনে না করে। কিন্তু আহ! ইবাদতের ব্যাপারে আমাদের আচরণ খুবই উদাসিনতা সম্পন্ন। আমরা অন্যের উদাসিনতাটুকু তো নোট করি কিন্তু নিজের দ্বায়িত্বের (Accountability) প্রতি দৃষ্টি দিইনা। যেমন; আমরা ভাবি যে, আমরা কি প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত ফরয নামায পড়ি? যদি পড়ি তবে তবে কি নিয়মিত পড়ি? আমরা কি নামায এবং ফরয

জ্ঞানও শিখার চেষ্টা করি? এর পাশাপাশি নামাযে যেই তিলাওয়াত ও যিকির পাঠ করা হয়, তা বিশুদ্ধ করার চেষ্টা করি কি? আমরা কি ইবাদতে একনিষ্টতা সৃষ্টি করার চেষ্টা করেছি? নেকী করে অন্যের নিকট অযথা প্রকাশ করে তা নষ্ট করিনি তো? নফল ইবাদত করা কি আমাদের অভ্যাসে রয়েছে? আমরা প্রতিদিন কতটুকু তিলাওয়াত করি? কোরআনের তিলাওয়াত করে বা শুনে আমার খোদাভীতিতে কখনো কান্না করেছি কি? আমরা কি অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করি? আমাদের ঠোঁট কি সর্বদা **আল্লাহ**র যিকিরে সতেজ থাকে? আমাদের চোখ থেকেও কি খোদাভীতিতে অশ্রু প্রবাহিত হয়? আমরা কি নফল রোযা রাখি? আমাদের অধিকাংশ সময় কি ইবাদতে অতিবাহিত হয়? আমরা কি মোবাইল, ইন্টারনেট এবং সোশ্যাল মিডিয়ার (Social Media) শতভাগ বিশুদ্ধ ব্যবহার করি? প্রাপ্ত বয়স্কাদের মাদরাসাতুল মদীনায় কি আমাদের পড়া বা পড়ানোর অভ্যাস রয়েছে? সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমা ও মাদানী মুযাকারা এবং অন্যান্য মাদানী কাজে অংশগ্রহন করার সৌভাগ্য অর্জন হয় কি?

যাই হোক! এখনো জীবন অবশিষ্ট রয়েছে, এখনো নিশ্বাস চালু রয়েছে, এখনো মৃত্যুর ফিরিশতা তাশরীফ নিয়ে আসেনি, সুতরাং আমাদের উচিৎ যে, আমরা উদাসিনতার ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে ফরয ও ওয়াজিব সমূহের পাশাপাশি নফল ইবাদত করার জন্যও নিজেকে প্রস্তুত করি এবং এই মাদানী চিন্তা অর্জনের জন্য আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশে সম্পৃক্ত হয়ে নেকীর দাওয়াতের সাড়া জাগাতে লিপ্ত হয়ে যাই।

ইশকে রাসূলের দাবী

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আমরা হযরত ইমাম মালিক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর ইশকে রাসূল সম্পর্কে শ্রবণ করছিলাম। নিঃসন্দেহে বর্তমানে অধিকাংশ মুসলমান **নবীয়ে করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রেমিক ও ভালবাসার দাবী করে থাকে, কিন্তু মনে রাখবেন! এই দাবী তখনই সত্য হিসেবে মানা হবে, যখন ইশকে রাসূলের দাবী (Demands) অনুযায়ী সত্যিকার অর্থে আমল করবে। রাসূলের ভালবাসা কোন জিনিষের দাবী করে? আসুন! এ সম্পর্কে শ্রবণ করি:

(১) আনুগত্য ও অনুসরন

ভালবাসার একেবারে মূল দাবী হলো যে, মাহবুবের আনুগত্য ও অনুসরন করা, সুতরাং **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যে সকল বিষয়ের আদেশ ইরশাদ করেছেন তার উপর আমল করা, যে সকল কাজ করতে নিষেধ করেছেন তা থেকে বিরত থাকা, যে সকল বিষয় পছন্দ করেছেন তা নিজের পছন্দের অংশ বানানো এবং যে সকল বিষয় সম্পর্কে ঘৃণা ও অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন তার প্রতি ঘৃণা এবং অসন্তুষ্টি প্রকাশ করা। মনে রাখবেন! মুসলমানের প্রতি **আল্লাহ পাক** এবং **তাঁর রাসূল** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নির্দেশ মান্য করা ওয়াজিব। যেমনটি ৯ম পারার সূরা আনফালের প্রথম আয়াতের **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেন:

وَ اَطِیْعُوا اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗۤ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِیْنَ ۝۱ (পারা ৯, সূরা আনফাল, আয়াত ১)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আর **আল্লাহ** ও রাসূলের নির্দেশ পালন করো, যদি মুমনি হও।

(২) আদব ও সম্মান

ভালবাসার একটি দাবী এটাও যে, **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অত্যধিক আদব ও সম্মান করা। **আল্লাহ পাক তাঁর** পবিত্র কালামে **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আদব ও সম্মান করার আদেশ ইরশাদ করেছেন, যেমনটি ২৬ পারার সূরা ফাতাহ এর ৯নং আয়াতে **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেন:

وَ رَسُوْلِهٖ وَ تُعَزِّرُوْهُ وَ تُوَقِّرُوْهُ ؕ (পারা ২৬, সূরা ফাতাহ, আয়াত ৯)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: এবং রাসূলের আদব ও সম্মান প্রদর্শন করো।

(৩) অধিকহারে আলোচনা

বান্দা যাকে ভালবাসার দাবী করে তার অধিকহারে আলোচনাও করে থাকে, কেননা সত্যিকার আশিকের তার মাহবুরের আলোচনায় স্বাদ অনুভুত হয়। যেহেতু প্রেম ও ভালবাসার কেন্দ্র হলো **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র স্বত্বা, তাই আমাদের উচিৎ যে, আমাদের **তাঁর** আলোচনা করা। দুলে দুলে **তাঁর** নাত পাঠ করা এবং শুনা, **তাঁর** শান বর্ণনা করা এবং শুনা আর **তাঁর** প্রতি অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করতে থাকা, اِنْ شَآءَ الله এর অসংখ্য বরকত অর্জিত হবে।

(৪) বন্ধুর সাথে বন্ধুত্ব, শত্রুর সাথে শত্রুতা

ভালবাসার দাবীর মধ্যে আরো একটি দাবী হলো যে, যেমনিভাবে একজন সত্যিকার আশিকের তার মাহবুবের সাথে সম্পর্কযুক্ত প্রতিটি জিনিষের প্রতি ভালবাসা হয়ে থাকে, আপন মাহবুবের বন্ধু এবং তাঁর আত্মীয়দের প্রতি ভক্তি হয়ে থাকে, তেমনিভাবে তাঁর শত্রুদের সাথে শত্রুতা পোষণ করা, তাদের সাথে সম্পর্ক (Relation) না রাখাও ভালবাসার দাবী। সুতরাং আমাদের উচিৎ যে, আমরাও **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাথে সম্পর্কযুক্ত জিনিষকে ভালবাসা, **তাঁর** বন্ধুদের অর্থাৎ সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان এবং **তাঁর** আহলে বাইত رِضْوَانُ اللهُ عَنْهُمْ اَجْمَعِين এর প্রতি ভালবাসা ও ভক্তি পোষন করা, **তাঁর** স্বত্বা এবং তাঁর সাথে সম্পর্কযুক্ত বিষয়ের প্রতি বেআদবীকারীদের থেকে বেঁচে থাকা এবং অপরকে বাঁচানো।

যদি আমরা আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত থাকি, তবে শুধু ইশকে মুস্তফা নসীব হবে না বরং এর দাবী পুরণ করার চিন্তাও নসীব হবে। **আল্লাহ পাক** আমাদের সবাইকে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশে সর্বদা সম্পৃক্ত থাকার তৌফিক দান করুক।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! বয়ান শেষ করার পূর্বে সুন্নাতের ফযীলত এবং কতিপয় "সুন্নাত ও আদব" বর্ণনা করার সৌভাগ্য অর্জন করছি। **মদীনার তাজেদার, হুযুরে আনওয়ার** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি আমার সুন্নাতকে ভালবাসলো সে (মূলত) আমাকে ভালবাসলো আর যে আমাকে ভালবাসলো সে আমার সাথে জান্নাতে থাকবে।" **(মিশকাতুল মাসাবীহ, ২/৫৫, হাদীস নং-১৭৫)**

চলা-ফিরার সুন্নাত ও আদব

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আসুন! শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর রিসালা **"১৬৩ মাদানী ফুল"** থেকে চলা-ফিরার সুন্নাত ও আদব

শ্রবণ করি: পারা ১৫ সূরা বনী ইসরাঈল আয়াত নং ৩৭ এর মধ্যে **আল্লাহ তায়ালা** ইরশাদ করেন:

وَ لَا تَمْشِ فِی الْاَرْضِ مَرَحًا ۚ اِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْاَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُوْلًا

(পারা ১৫, সূরা বনি ইসরাঈল, আয়াত ৩৭) ﴿۳۷﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: এবং ভূ-পৃষ্ঠে অহংকার করে চলাফেরা করো না, নিশ্চয় কখনো তুমি ভূ-পৃষ্ঠকে বিদীর্ণ করতে পারবে না এবং কখনো উচ্চতার মধ্যে পাহাড় সমান হতে পারবে না।

✯ **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: এক ব্যক্তি দুইটি চাদর পরিহিত অবস্থায় অহংকার করে চলছিল এবং গর্ব করছিল। **আল্লাহ পাক** তাকে ভূ-পৃষ্ঠে ধ্বসিয়ে দিলেন, সে কিয়ামত পর্যন্ত ধ্বসতেই থাকবে। (মুসলিম, ১১৫৬ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ২০৮৮) ✯ **মাদানী আক্বা, প্রিয় মুস্তফা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যখন পথ চলতেন তখন একটু ঝুঁকে চলতেন, মনে হতো যেন **তিনি** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কোন উঁচু জায়গা থেকে নিচে নামছেন। (আশ শামাঈলুল মুহাম্মদীয়া লিত তিরমিযী, ৮৭ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ১১৮) ✯ যদি কোন অসুবিধা না হয়, তবে রাস্তার এক পাশ দিয়ে মধ্যম গতিতে চলুন, ✯ না এত দ্রুত গতিতে চলবেন যে, মানুষের দৃষ্টি কেড়ে নেয় যে, লোকটি দৌঁড়ে দৌঁড়ে কোথায় যাচ্ছে! আর না এত ধীরগতিতে চলবেন যে, লোকেরা আপনাকে অসুস্থ মনে করে। ✯ রাস্তায় চলতে চলতে বিনা কারণে এদিক সেদিক দেখা সুন্নাত নয়, দৃষ্টি নত করে গাম্ভীর্যতার সাথে চলুন। ✯ চলতে ফিরতে বা সিঁড়িতে উঠতে নামতে এটা খেয়াল রাখবেন যেন জুতার আওয়াজ সৃষ্টি না হয়। ✯ রাস্তায় দুজন মহিলা দাঁড়ানো বা হাটতে থাকলে তাদের মাঝখান দিয়ে অতিক্রম করবেন না কেননা হাদীসে এ ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। (আবু দাউদ, ৪/৪৭০, হাদীস- ৫২৭৩) ✯ অনেকের এ অভ্যাস আছে যে, রাস্তায় চলতে চলতে কোন বস্তু সামনে পড়লে তা লাথি মারতে মারতে চলে, এটা ভদ্রতার পরিপন্থি। ✯ এতে পা আঘাতপ্রাপ্ত হওয়ার সম্ভাবনাও রয়েছে। ✯ পত্রিকা কিংবা লিখা রয়েছে এমন কৌটা, প্যাকেট এবং মিনারেল ওয়াটারের খালি বোতল ইত্যাদিতে লাথি মারা বেআদবীও বটে।